ঢাকা শুক্রবার ৮ কার্তিক ১৪১৬, ২৩ অক্টোবর ২০০৯

বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি

ড. এম. আজিজুর রহমান

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিক্ষা সবার জন্য। ব্যক্তি মানুষ, পরিবার, দেশ, দশ, সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নের বৃহৎ স্বার্থেই শিক্ষা। মাদ্রাসার ছাত্রদের চাকরি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনে গণিত, বাংলা, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। বাংলা মাধ্যমের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হলে ছাত্রদের ভালভাবে ইংরেজি জানতে হবে। শিক্ষানীতির আরও যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য হবে তা হল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ পরিস্থিতি ও পারিপার্শিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা। কর্মমুখী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জনবহুল এই বাংলাদেশের আপামর মানবগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করে দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের ভেতর ও বাইরে আমাদের চাকরির সন্ধান করা। উচ্চ বেতনে বিদেশে দক্ষ নিয়োগ খাতে চাকরি পেতে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা অর্জন। মনে রাখতে হবে, সৃষ্টিকর্তার এই দুনিয়ায় কোন সীমানা ছিল না। এখনও থাকবে না যদি আমরা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা অর্জন করে বহির্বিশ্বে ভাল বেতনে নিয়োগ পেতে পারি। প্রায় চার দশক হতে চলল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মতো একটি মৌলিক অধিকার ও এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং অবকাঠামাগত উন্নয়ন বলতে আমরা এখনো তেমন কিছু অর্জন করতে পারিনি। সফলতা অর্জন থেকে বেশ দূরেই রয়ে গেছি। ১৯৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে বিগত সরকারের প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশন পর্যন্ত আমরা পর পর ৭টি শিক্ষা কমিশন করেছি। একটিরও ফলপ্রসূ প্রয়োগ হয়নি। প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনেক বাধা-বিপত্তি যেমন- বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের বিভিন্ন ধরনের মতামত, রাজনৈতিক দলের দলীয় মত-বিরোধ, কেউ সেকেলে, কেউ আধুনিক, কেউ পশ্চিমা ও কেউ দেশীয় ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী। আবার অনেক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বুঝেও বুঝতে চায় না। সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রশাসনিক দুর্বলতা। প্রায় তিন যুগের অধিককাল যাবত শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে এ যেন বিভিন্ন সরকারের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পরীক্ষন ময়দান। শিক্ষা কমিশনের নামে নতুন করে আর-কোন সময় অপচয় নয়। আমরা উন্নত দেশে সফর ও উন্নত শিক্ষা কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক ফলপ্রসূ শিক্ষা পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছুটা পরিবর্তন করে তা অবিকল প্রয়োগ করতে পারি।

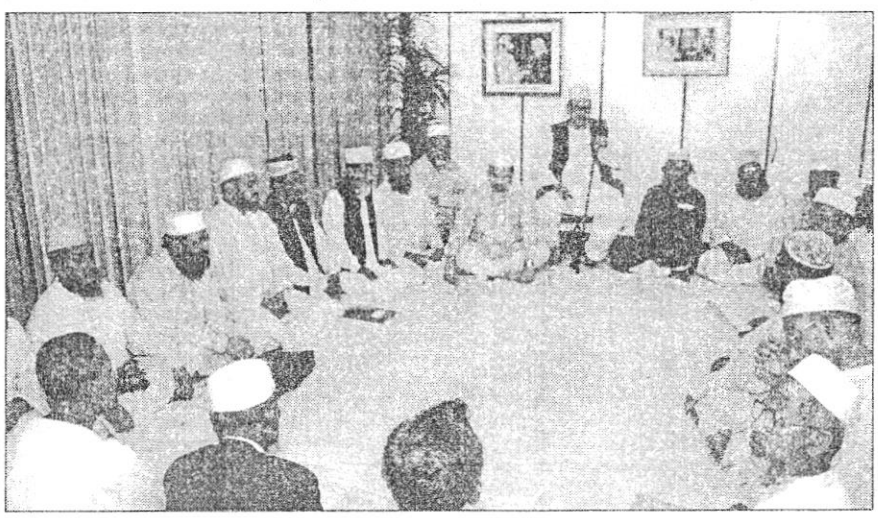

শিক্ষার অর্থ হল ঠিকভাবে জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন, জ্ঞান আহরণের পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে মানুষকে উৎপাদনশীল করা, কর্মমুখী এবং ফলপ্রসূ প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান দান এবং মানুষকে ভাল-মন্দ বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি। জাতীয় প্রয়োজন এবং জনগণের চাহিদা মেটাতে যথাপোযুক্ত শিক্ষা প্রদান অপরিহার্য। আমাদের দেশে সাধারণত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তিনটি আলাদা ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রথমত বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে দুর্বল থাকায় আধুনিক গবেষণাপত্র পড়ে নতুন নতুন আবিষ্কার ও ফলদায়ক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শুধু ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করে একটি ছাত্রের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, যেমন- গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে দুর্বলতা থেকে যায়। তৃতীয়ত, মাদ্রাসা শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োগমুখী হওয়ায় চাকরি বা নিয়োগ পেতে ছাত্রদের অসুবিধা হয়। অনেক পড়ালেখা করেও মাদ্রাসা সারা জীবনই অসচ্ছল থেকে যায়। চতুর্থত, জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম নামে ইংরেজি মাধ্যমে আরও একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা তথা বাংলায় অনেক দুর্বল থেকে যায়। বেশিরভাগ মাদ্রাসার ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে অসচ্ছল বা অর্ধ সচ্ছল পরিবার হতে আসে। এর অর্থ এই নয় মাদ্রাসা শিক্ষায় আমাদের জাতীয় ব্যয় কম। এই পর্যায়ের সমানসংখ্যক শিক্ষক রাখতে হয় যাদের বেতন কম-বেশি সবার সমান। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষার আধুনিকায়নের অভাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের আমরা ভাল বেতনে চাকরি দিতে পারছি না। বাংলা, আরবী ও ইংরেজি ভাষায় জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করে সহনশীল পার্থক্য বজায় রেখে শিক্ষা পদ্ধতিগুলোকে একমুখী করে শিক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা দিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ সাপেক্ষে একই ধাঁচে ছাত্রদের দক্ষ করে তোলা উচিত। এভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। শিক্ষিত ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগানো যাবে। শিক্ষায় আধুনিকায়ন ও একমুখী শিক্ষার প্রবর্তন মোটেও অসম্ভব নয়। ভারতের মত একটি হিন্দু প্রধান দেশে পশ্চিম বাংলা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার ফলে মাদ্রাসার ছাত্ররা মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে অগ্রসর জাতি গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর নবম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ। এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুধু সরকারের একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই সামাজিক প্রয়োজন মেটানো সাপেক্ষে বাস্তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রার্ড ও নন-রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয় ও এনজিও কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। অনেকেই মনে করে প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যম এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্ররা আসে সচ্ছল পরিবার থেকে। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কিছুটা হলেও ব্যবসায়িক মনমানসিকতা থাকে। মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব এবং বেতন-ভাতাদি অধিক হারে নেয়া হয় ইত্যাদি। কথা হচ্ছে সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা যদি নিজ খরচে এসব ইংরেজি মাধ্যম এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলে লেখাপড়া করে এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হলেও সরকারের ওপর আর্থিক চাপ কমায় এবং প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা হলেও সুষম বন্টন হয়। সুশীল সমাজের বিভিন্ন লোকজনকে নিয়ে যেমন- শিক্ষিত লোক, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীরা এক হয়ে একটি একই ধরনের বা একমুখী শিক্ষার পরামর্শ দেবে এটাই হবে শিক্ষা কমিশনের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা ও শিক্ষা কমিশন একমুখী শিক্ষা ও উপরোক্ত বিষয়ে একমতে আসার অর্থ এই নয় যে বিশেষ কোন গোত্রাকে সুবিধা দেয়া। দেশ, দশ ও সবার জন্য যা ভাল একমুখী শিক্ষার মাধ্যমে তা করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের সার্বিক উদ্দেশ্য হবে জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে একটি শিক্ষিত ও সুন্দর জাতি গঠন করা। মাদ্রাসা শিক্ষক ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটিকে আধুনিক ও একমুখী শিক্ষার উপকারিতা বোঝাতে হবে এবং তাদের ইতিবাচক মতামত অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৮০ ভাগ বা তারও বেশি ছাত্র আসে মূলত শহর বা গ্রামের সচ্ছল পরিবার থেকে। তাদের সবাইকে বিনা বেতনে পড়ানো হচ্ছে শিক্ষা সুবিধার অসম বন্টন, দারিদ্র্য বিমোচনের অন্তরায়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সরকার ধনী-গরীব সবাইকে বিনা বেতনে পড়ায় না। সবশেষে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান একটি সুমাজ ও জাতির নৈতিক দায়িত্ব। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সরকারের গুরুদায়িত্ব। এই নৈতিক দায়িত্ব ও গুরুদায়িত্ব পূরণে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করে সচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল পরিবার সব ধরনের ছেলেমেয়েকে একইভাবে বিনা বেতনে না পড়িয়ে শুধু অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি